সীমিত পরিসরে মুজিবনগরে জাতীয় শোক দিবস পালিত

করোনা মহামারির কারনে মুজিবনগরে সীমিত পরিসরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে মুজিবনগর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় মুজিবনগর মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মতিৃ কমপ্লেক্স এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)আব্দুল হাশেম। এরপর মুজিবনগর টুরিষ্ট পুলিশ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,উপজেলা আওয়ামীলীগ, উপজেলা ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

এ সময় মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল বিভিন্ন নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা মিলনয়াতনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনির উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব এর সণ্ঞ্চালনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনি ও আদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি আব্দুল হাশেম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ড সহ সুধিজন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের শোক দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস। দিনের শুরুতেই যথাযথ মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন এর নেতৃত্বে ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিট প্রধানদের হাতে গাছে চারা তুলে দেন মাহফুজুর রহমান রিটন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর থানার আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান অপু, জেলা যুবলীগের অন্যতম সদস্য মাহাবুব হাসান ডালিম, জেলার আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজিজুর রহমান সাজু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানাসহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দরা।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস

মেহেরপুরসহ সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস। এ উপলক্ষে সকালে মেহেরপুরের সর্বস্তরের জনগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। পরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে

পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা।

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুব মহিলালীগ নেত্রী শামিউন বসিরা পলি, শামীম আরা হীরা, এছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

মেপ্র/এমএফআর

আলমডাঙ্গায় যুবক অপহরণ, মুক্তিপণে বাড়ি লিখে নেওয়ার অভিযোগ

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্ত এরই মধ্যে মালদ্বীপ প্রবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরন করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারন করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে শনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্ত এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরনের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, মাহিন উদ্দিন গ্রামে থেকে তার ছেলেকে দিয়ে এই চক্রান্ত করেছে। এখন তিনি পুরোপুরি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। থানায় আর্জি জানিয়ে তিনি এই চক্রান্তের সুষ্ঠু বিচার চান।

এ সময় মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায়

মহামারী করোনাভাইরাসে প্রতিদিনই অনেক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এই ভাইরাস মানুষের মনেও প্রভাব ফেলছে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখা খুবই জরুরি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছেন। বিশেষ করে ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এর প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশেও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতি বছর ১১ হাজারেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেন বাংলাদেশে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– কেন মানসিক সমস্যা বাড়ছে এবং এর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী করবেন-

কেন দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ছে
বিষণ্ণতা ও মানসিক সমস্যা একটি বড় কারণ। বিষণ্ণতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ও চিন্তা কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এ ছাড়া দুশ্চিন্তা, সিজোফ্রেনিয়া, অ্যাসপারগারস সিন্ড্রোম, আলঝেইমারস, বাই পোলার ডিসঅরডারসহ ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায়

নারীদের মাঝে মানসিক রোগ হওয়ার প্রবণতা পুরুষের থেকে বেশি। তবে পুরুষেরও বিভিন্ন কারণে মানসিক সমস্যা হতে পারে। তবে এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

১. সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, অনুশাসন, ভালো বন্ধু, প্রতিবেশী ও সহকর্মীর সঙ্গে সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

২. কাউকে অসম্মান, কষ্ট বা আঘাত না করে মনের কথা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

৩. আর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সুষম খাদ্যগ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম ও নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে।

৪. ধূমপান ও মাদকাসক্তি পরিহার করুন।

৫. শারীরিক-মানসিক সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

জাতীয় শোক দিবস ও ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

শনিবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি।

এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ সময় সশস্ত্র বাহিনী একটি চৌকস দল তাকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়। বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর।

পরে ১৫ আগস্টের শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বঙ্গবন্ধু ভবনের ভেতরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি থেকে বনানী কবরস্থানে যান। সেখানে তার মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ভাই শেখ

কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া জাতীয় শোক দিবসে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ভবন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে সংগঠনের সব স্তরের কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন।

এরপর বাদ জোহর দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল ও সুবিধামতো সময়ে মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে। দুপুরে অসচ্ছল, এতিম ও দুস্থ মানুষদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ৬ দফার প্রণেতা ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত করেন।

পাকিস্তানের সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে ষাটের দশক থেকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

এ ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি এ স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সংঘটিত হয়েছিল এ কলঙ্কিত অধ্যায়। ৪৫ বছর আগে এ দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল ক্ষমতালোভী নরপিশাচ কুচক্রী মহল।

যুগান্তর রিপোর্ট

[redacted]

[redacted]

আমঝুপিতে জাতীয় শোক দিবস পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা সহ দলীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি মতিয়ার রহমান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।

এ সময় প্রধান অতিথী হিসেবে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক বোরহান আহম্মেদ (চুন্নু)।

বিশেষ অতিথী হিসেবে ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়নের কৃষক লিগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহাবুল রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন জাকির হোসেন টরি, জহুরুল খান, ফারুক, প্রফেসর সাইদুর রহমান, আজাহার বিশ্বাস, খাইরুল আলম টুটুল।

এ দিকে সকাল ০৮.৩০ টায় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শদ্ধা জানান, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান আহম্মেদ (চুন্নু)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আক্তার এবং ২নং ওয়ার্ডের বদলুল, ৬নং ওয়ার্ডের আমিনদ্দি, ৪নং ওয়ার্ডের আলেক চাঁন, ৫নং ওয়ার্ডের মিয়ারুল ইসলাম, ৮নং ওয়ার্ডের আবুল কাশেম, ৯নং ওয়ার্ডের মশিউর রহমান ডাবলু, মহিলা সদস্য ফাহিমা খাতুন, বুলবুলি খাতুন, মোছা: কুসুম।

এ ছাড়াও শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারন সম্পাদক আনোয়ার সাদা।

করোনায় মারা গেলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর

করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শিল্পীর পারিবারিক বন্ধু আলোকচিত্রী মোহাম্মদ আসাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মুর্তজা বশীর দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগ, ফুসফুস ও কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। এছাড়া তার করোনা ‘পজিটিভ’ ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্তজা বশীরকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তিনি সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শুক্রবার তার করোনা পরীক্ষা করা হলে ফলাফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার সকাল থেকে তার পালস পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে শনিবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ চিত্রশিল্পীকে এর আগেও বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা নিয়ে একাধিকবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

বহু ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে মুর্তজা বশীর ১৯৩২ সালের ১৭ অগাস্ট ঢাকার রমনায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

বাংলাদেশে বিমূর্ত বাস্তবতার চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ মুর্তজা বশীরের দেয়াল, শহীদ শিরোনাম, পাখা ছাড়াও বেশকিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রমালা রয়েছে।

পেইন্টিং ছাড়াও ম্যুরাল, ছাপচিত্রসহ চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি কাজ করেছেন।

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা উপন্যাস ‘আলট্রামেরিন’। মুদ্রা ও শিলালিপি নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন।

চিত্রকলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৮০ সালে একুশে পদক পান মুর্তজা বশীর; স্বাধীনতা পুরস্কার পান ২০১৯ সালে।

যুগান্তর রিপোর্ট